হাবিপ্রবিতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৫০

দিনাজপুর প্রতিনিধি ২৯ জুন, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৩ মিনিটে

অ- অ অ+

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) শেখ রাসেল হলের কক্ষ দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টা থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত এ সংঘর্ষ চলাকালে তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়া হয় ক্যাম্পাসে।

জানা যায়, শেখ রাসেল হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রুহুল কুদ্দুস জোহা ও হলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোরশেদুল আলম রনির নিয়ন্ত্রণাধীন কক্ষগুলোর মধ্যে আটটি ফাঁকা রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ছাত্রলীগ হাবিপ্রবি শাখার কার্যকরী সদস্য নাহিদ আহমেদ নয়নের নেতৃত্বে ছাত্র ও সংগঠনটির কর্মীরা ওই ফাঁকা কক্ষগুলো দখলে নিতে যায়। তখন জোহার নেতৃত্বে ছাত্র ও সংগঠনের কর্মীরা বাধা দিতে গেলে জোহা ও নয়ন পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ ক্যাম্পাসের একাংশেও ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি ইটপাটকেল ছোড়ে। এতে দুই পক্ষের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তিনটি ফাঁকা গুলি ছুড়লে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

আহতদের মধ্যে ৩০ জন দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। মামুনুর রশিদ ও রাব্বি শেখ নামের দুই ছাত্র হবিপ্রবির চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন।

রুহুল কুদ্দুস জোহা গতকাল শুক্রবার সকালে বলেন, শেখ রাসেল হলে কোনো কক্ষ ফাঁকা নেই। কক্ষগুলোতে ছাত্র থাকার পরও নাহিদ আহমেদ নয়নের নেতৃত্বে ছাত্ররা জোর করে অন্য ছাত্রদের ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। এতে বাধা দিতে গেলে সে (নয়ন) হামলা চালায়।' গুলি ছোড়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি শিক্ষার্থীদের কাছে শুনেছি গুলি ছোড়া হয়েছে। কিন্তু কে ছুড়েছে তা জানি না। তবে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের ছেলেদেরকেও ইটপাটকেল ছুড়তে দেখা যায়।'

এ ব্যাপারে জানতে নাহিদ আহমেদ নয়নের মোবাইল ফোনে ফোন করা হলে অন্য একজন তা ধরে বলেন, তিনি বাইরে গেছেন।

দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বজলুর রশিদ জানান, সংবাদ পেয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়নি হাবিপ্রবি প্রশাসন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চলে আসে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ এ ব্যাপারে অভিযোগ করেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক খালিদ হোসেন জানান, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ঘটনায় উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'